ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখকে প্রাণনাশের হুমকি, আইনজীবী গ্রেফতার

পৃঃ ৫

কোহলির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩১০ ● কলকাতা ● ০২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

মায়ের নামে একটি করে বৃক্ষ রোপণে

আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মায়ের নামে একটি করে গাছের চারা রোপণের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এই অভিযানে সামিল হলে আমাদের এই পৃথিবীকে আমরা আরও ভালো ভাবে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে পারবো। 'মায়ের নামে একটি করে গাছ' অভিযানকে সফল করে তুলতে যাঁরা ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সমাজ মাধ্যমে এক বার্তার উত্তরে শ্রী মোদী বলেছেন:

"'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানকে যাঁরা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মায়ের নামে একটি করে গাছের চারা রোপণে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে তাঁরা পৃথিবীকে স্থায়ী এবং আরও ভালো ভাবে বসবাসযোগ্য রূপে গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করবেন।"

অগ্নিগর্ভ মণিপুর,

সব সভা বাতিল করে নাগপুর ছেড়ে দিল্লি ফিরলেন অমিত শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমানে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি মণিপুরে। জারি হয়েছে কার্ফু। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি নাগপুরের বিদর্ভের সমস্ত সভা বাতিল দিল্লিতে ফিরছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সামনেই মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচন। তাই রবিবার বিদর্ভের চারটি জনসভা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।অন্যদিকে, এদিন নাগপুরে দুটি রোড-শো করতে চলেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি । প্রথমটি তিনি পশ্চিম নাগপুরে কংগ্রেস প্রার্থী বিকাশ ঠাকরের হয়ে রোড শো করবেন। আর দ্বিতীয়টি হবে নাগপুর বিধানসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী বান্টি শেলকের হয়ে রোড শো। বলা বাহুল্য, আগামী ২০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের ২৮৮ টি আসনে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ নভেম্বর।কিন্তু আচমকাই সভা শুরুর

এরপর ৩ পাতায়

উত্তপ্ত মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হামলা উন্মত্ত জনতার,

টার্গেট একাধিক মন্ত্রীও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তপ্ত মণিপুরে এবার উন্মত্ত নাগরিকদের নিশানায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি। শনিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা। দরজা ভেঙে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয় পুলিশকে।

মণিপুর পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হামলার খবর স্বীকার করে নিয়েছে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে সেটাও মেনে নিয়েছে পুলিশ। শনিবার রাতে সব মিলিয়ে মোট ৮ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর।শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রীর হামলা চালিয়েছে উত্তেজিত জনতা।

জিরিবাম জেলায় ৬ মেইতেই নাগরিকের দেহ উদ্ধার ঘিরে নতুন করে আগুন জ্বলছে মণিপুরে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, এই দাবিতে প্রায় গোটা রাজ্যে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ শুরু করেছে মেইতেইদের একটা বড় অংশ। শুক্রবারই কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন করে রাজ্যের ৬টি থানাকে আফস্পার অধীনে আনা হয়। কিন্তু শনিবার জিরিবাম থেকে অপহৃত ৬ মেইতেই

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে, অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা
ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ
সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স
ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

চুরি যাওয়া ১৪০০ শিল্পকর্ম
ভারতকে ফিরিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

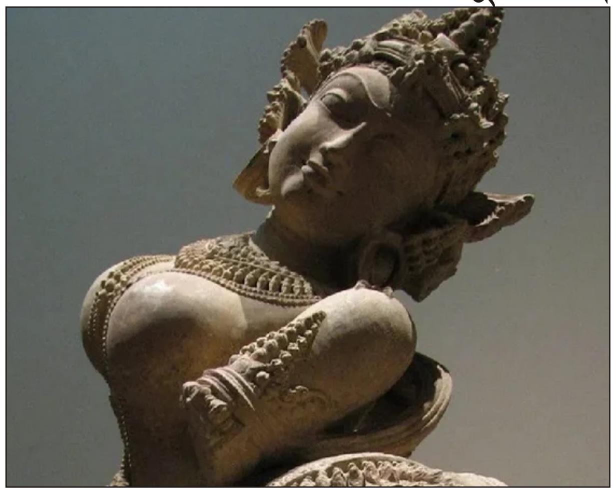

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে চুরি যাওয়া শিল্পকর্ম নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের ১ হাজার ৪০০টির বেশি শিল্পকর্ম ভারতকে ফিরিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয় এ তথ্য জানিয়েছে। খবর সিএনএনের উদ্ধারকৃত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টে (মেট) প্রদর্শিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি হলো, বেলেপাথরের নৃত্যশিল্পীর মূর্তি, যা মধ্য ভারত থেকে লন্ডনে পাচার হয়। পরে অবৈধভাবে মেট মিউজিয়ামের এক পৃষ্ঠপোষকের কাছে এটি বিক্রি করা হয়। ম্যানহাটন জেলা অ্যাটর্নি কার্যালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, শিল্পকর্ম লুটের নেটওয়ার্ক ধরতে চলমান কয়েকটি তদন্তের ফলে এসব শিল্পকর্ম ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

লুটেরা নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে রয়েছে ন্যান্সি ওয়েনার এবং সুবাস কাপুরের মতো দাগি পাচারকারীরা। সুবাস কাপুর এক মার্কিন প্রত্নসম্পদ ব্যবসায়ী। নিউইয়র্ক গ্যালারির মাধ্যমে তার কোটি কোটি ডলার মূল্যের শিল্পকর্ম লুটের নেটওয়ার্ক পরিচালিত হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তার ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। ২০১১ সালে জার্মানিতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর সুবাস কাপুরকে বিচারের মুখোমুখি করতে ভারতের তামিলনাড়ুতে পাঠানো হয়। ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়, যদিও তিনি ভারত সরকারের হেফাজতে আছেন। তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া চলছে।

রবীন্দ্র গ্রামে স্বামী প্রনবানন্দ - রবীন্দ্র মূর্তি,
চরম উৎসাহ উদ্দীপনা মানুষের মধ্যে

বেবি চক্রবর্ত্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের অন্তর্গত প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত মনীষীদের নামে নামাঙ্কিত। শ্রীরামকৃষ্ণ,স্বামী বিবেকানন্দ,ঋষি বঙ্কিম, নেতাজী ও বাপুজীর নামেও রয়েছে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম। যেমন রয়েছে রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত যা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত।

বর্তমান সুন্দরবন জেলা পুলিশের অধীনে ঢোলাহাট থানা এলাকায় কালনাগিনী নদী বেষ্টিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত। এবার সেই গ্রামেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে বসল কবিগুরুর পুর্নাবয়ব দন্ডায়মান মুর্তি।

রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্মথপুর মৌজায় বিজননগর গ্রামে যুগাবতার আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ভাবাদর্শে গড়ে ওঠেছে মন্মথপুর প্রণব মন্দির। যেখান থেকে সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষদের নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যাবস্থা, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য সারা বছর নানা অনুষ্ঠান হয়।

এবার ৭ম বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠীত হয় দু দিন ধরে। এ উপলক্ষে রবিবার সকালে মহাভিষেক ও ১২৯টি পদ সহযোগে অন্নকূট হয়।এরপর রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের চার মাথায় চারটি পৃথক স্থানে চারটি স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রবেশদ্বার বাঁশতলা কালনাগিনী নদী ঘাটে পঞ্চগঙ্গা আরতি বেদী ও স্বামী প্রণবানন্দ সাধারণ পাঠাগার এবং স্বামী প্রণবানন্দ যোগ মন্দিরের উদ্বোধন করেন সজ্ঞের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। তিনি ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানের সুচনা করেন। সজ্ঞের রীতি নীতি ও আধ্যাত্মিক নিয়ম মেনে প্রতিটি মূর্তি ১০৮ ঘট গঙ্গার জল দিয়ে মায়েরা আলাদা করে মূর্তি গুলিকে শোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে সজ্ঞের সন্ন্যাসীরা ছাড়াও বিভিন্ন মঠ মিশনের সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হয় পঞ্চ যজ্ঞের মাধ্যমে।

সুষ্ঠভাবে সম্পূর্ণ হল রাসের আড়ং,
প্রস্তুতি নবদ্বীপের কার্নিভাল এবং বাবলারির আড়ং

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুন্দর ভাবে সমাপ্ত হলো নবদ্বীপ শহরের রাস পূজা উৎসব এবং পরের দিন আড়ং। হরিসভা পাড়া ভদ্র কালী কাত হয়ে বাড়িতে হেলে পড়া এবং তেঘড়ি পাড়ার বড় শ্যামা মাতা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কোন কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি। সুন্দর ভাবে সমাপ্ত হয়েছে রাস উৎসবের আড়ং । রবিবার সারাদিন ব্যাপী চলল বিসর্জন। নবদ্বীপের পীরতলা খাল প্রাচীন মায়াপুরের গঙ্গা ফাঁসিতলা ঘাট সহ শহরের বিভিন্ন এলাকার পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন রাসযাত্রা উপলক্ষে পুরসভার তরফ থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হয়েছে, গঙ্গার দূষণ রক্ষার্থের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ক্রেন দিয়ে ঠাকুরের কাঠামো উপরে তুলে নেওয়া হচ্ছে, কাপড় ইত্যাদি সব সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে সবগুলোই তদন্ত সাপেক্ষ। প্রতিমা দুর্ঘটনা ঘটার ফলে মর্মাহত। পৌরসভা সব সময় বারোয়ারি গুলোর সঙ্গে এবং প্রশাসনের সঙ্গে আছে। প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে নবদ্বীপের ঐতিহ্য কার্নিভালে। এই বছর কার্নিভালে ১৯ টি প্রতিমা অংশগ্রহণ করবে। প্রতিটি প্রতিমার সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন রকম সাজ সরঞ্জামে পরিপূর্ণ এক অপরূপ দৃশ্য যা রাসপ্রেমীদের আকৃষ্ট করে তুলবে। অংশগ্রহণকারী প্রতিমা গুলো হল বড়াল ঘাটের ধামেশ্বর মহাপ্রভু এবং ভুবনেশ্বরী মাতা। হরিসভা পাড়া নবীন সংঘের হরগৌরী। রামসিতাপাড়া ওয়াইএম ক্লাবের শ্রী শ্রী সরভুজা গৌরাঙ্গ। চক্রা রাস শ্রীবাস অঙ্গনের, রানীর ঘাটের মহিষ মর্দিনী মাতা । প্রাচীন মায়াপুরের শিব পূজা। বুড়ো শিবতলা রোডের প্রভাত সংঘের কার্তায়নী। দক্ষিণবঙ্গপাড়ার সংগঠনিক ক্লাবের মহিষমর্দিনী, গোল্ডেন ক্লাবের মহিরাবন বধ। রাধা বাজার মহিষাসুর বধ। দিয়ারা পাড়া ঘাট রোডের অনামিকা সাংস্কৃতিক ক্লাবের গনেশ পূজা, নবদুর্গা তেঘুড়িপাড়া ষষ্ঠিতলার। হরিতলার মহাকাল পূজা। কোলেরডাঙ্গা ঘোষ পাড়ার গঙ্গা মাতা, নিশান ক্লাবের নটরাজ। বিশ্বাস পাড়ার আদি গঙ্গা মাতা এবং প্রতাপনগর রণচন্ডীমাতা অংশগ্রহণ করবে। পৌরসভার পক্ষ থেকে কার্নিভালে অংশগ্রহণ কারী বারোয়ারি গুলোকে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

নবদ্বীপ শহরের পাশাপাশি নবদ্বীপ ব্লকের বাবলারি পঞ্চায়েতের চারদিনব্যাপী পালন হয় রাস উৎসব। নবদ্বীপের কার্নিভাল এবং বাবলারির আড়ং একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিমা, লাইটিং,প্যান্ডেল দৃশ্য দেখার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ আসেন। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয় বাবলাডির আড়ং। এই পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৩৫ টি প্রতিমা পূজা হয়। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাবলারি পঞ্চায়েতের সর্বপ্রথম পূজা অন্নপূর্ণা পঞ্চায়েতের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। বাবলারি পঞ্চায়েত প্রধান নারায়ণ কর্মকার জানান এই বছর আড়ং এ অংশগ্রহণ করবে নয়টি প্রতিমা। সুন্দর ও সার্থক করে রাশ উৎসব পালন করাই আমাদের লক্ষ্য। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী প্রতিমা গুলি হল রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন বারোয়ারি, পার্থ সারথি, নরসিংহ দেব, ইয়ংস্টাফের মুক্ত কেশী , নিত্যানন্দপুরের গঙ্গা, তামালতলা আজাদ হিন্দ ক্লাবের মহিষমর্দিনী মাতা, ঘোষপাড়া সম্রাট ক্লাবের গঙ্গা মাতা, ইউথ সোসাইটির কাত্যায়নী, ন্যাশনাল গোল্ডেন ক্লাবের কৃষ্ণ কালী। এইপ্রতিমা ১৮নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় শোভাযাত্রায় বেরোবে।

বেলডাঙায় বাংলাদেশের কায়দায় হিন্দু নিধন চলছে',
মমতাকে তোপ দেগে বিস্ফোরক সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিংসায় উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করে গতরাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দেগে তিনি কয়েকটি ভিডিয়োও পোস্ট করেছেন হিংসার। যদিও সেই সব ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।এর আগে চলতি বছরেই রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর। সেই সময় দাবি করা হয়েছিল, শক্তিপুর হাই স্কুল মোড়ের কাছে রামনবমীর শোভাযাত্রায় দুষ্কৃতীরা হামলা চালানো হয়েছিল। রামনবমীর মিছিলটি যখন একটি মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই নাকি হামলা চালানো হয়েছিল। সেই সংঘর্ষের জেরে দুই নাবালক, একাধিক পুলিশকর্মী সহ মোট ১৮ জন জখম হয়েছিলেন। জখম ব্যক্তিদের অনেকেরই হাতে এবং পায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল বলে জানা গিয়েছিল। জখমদের মধ্যে ছিলেন শক্তিপুর থানার তৎকালীন আইসি। পরে শক্তিপুর ও বেলডাঙার দুই ওসি'কে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর অভিযোগ, বেলডাঙায় নাকি বাংলাদেশের কায়দায় 'হিন্দু নিধন' চলছে। সেখানে হিন্দুদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুকান্ত প্রশ্ন করেন, পশ্চিমবঙ্গকে কি বাংলাদেশ বানানোর পরিকল্পনা চলছে?

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সুকান্ত গতকাল লেখেন, 'সাম্প্রদায়িক মুখ্যমন্ত্রীর নির্লজ্জ তোষণের রাজত্বে গভীর রাতেও জ্বলছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। বাংলাদেশের কায়দায় চলছে হিন্দু নিধন যজ্ঞ! দিকে দিকে নিরীহ হিন্দুদের বেছে বেছে মারধর, বাড়িতে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি চলছে। এমনকি বাড়িতে বলপূর্বক ঢুকে নিরীহ মহিলাদেরও দেওয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকি! রাজ্যের ব্যর্থ, নির্লজ্জ পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি এসব শুনে শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন? নাকি সবটাই পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানানোর গভীর ষড়যন্ত্র?'এরই সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার তিনটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। তার মধ্যে একটি ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে, রাস্তার মাঝখানে আগুন জ্বলছে। সেখানে পড়ে আছে অনেক পাটকেল। যিনি ভিডিয়ো করছেন, তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে - 'পুলিশ প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও দেখুন কীভাবে হিন্দু বাড়িতে কীভাবে আগুন জ্বালিয়েছে। কীভাবে ইট পড়ছে। কত ইট পড়ছে দেখুন। একটা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে বের করে।' এদিকে আরও একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, লাঠি নিয়ে উত্তেজিত কয়েকজন রাস্তয়া ঘোরাঘুলি করছে। সেই সময় লাল পাঞ্জাবি পরিহিত এক ব্যক্তিকে সজোর চড় মারে এক যুবক। আঘাতের চোটে লাল পাঞ্জাবি পরিহিত সেই ব্যক্তি রাস্তায় লুটি পড়েন। আর তৃতীয় ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, সেই লাল পাঞ্জাবি পরিহিত ব্যক্তি একটি শাটারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে। তাঁর ঠোঁট কেটে গিয়েছে একদিকে। চোখ আর্ধেক বুজে আছে। এক মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তিনি বলছেন, দেখুন কীভাবে মেরেছে!

সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া সার্বজনীন ৩৪ তম বর্ষ
রাস উৎসবে মেতে উঠেছেন এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া সার্বজনীন রাস উৎসব এবার ৩৪ তম বর্ষে পদার্পণ করল। রবিবার সন্ধ্যায় হরি নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি, সেচ ও সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত, জেলা আর.টি.এ সদস্য অনুপ মাহাত, পাথরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক বৈষ্ণব , বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রভাত রঞ্জন চংদার সহ আরো অনেকে। এদিন হরিনাম সংকীর্তনে যোগ দিয়ে ঠাকুর প্রণামের পাশাপাশি ভক্তদের বাতাসা বিতরণ করেন বিধায়ক ডাঃখগেন্দ্রনাথ মাহাত সহ অতিথিরা। রাস উৎসবের অনুষ্ঠানের যোগদান করে গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত ওই এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে রাস উৎসবের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন যে ঐতিহ্য মেনে চুনপাড়া গ্রামে রাস উৎসব কমিটির উদ্যোগে ৩৪ তম বর্ষ রাস উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছেন। রাস উৎসবে শামিল হওয়া ভক্তদেরও তিনি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

এরপর ৩ পাতায়

ভারতীয় শহরের ফুটপাতে

হাঁটাচলায় প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় শহরগুলিতে হাঁটাচলা করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের ফুটপাথগুলির অবস্থা খুবই খারাপ এবং অধিকাংশ রাস্তায় হাঁটার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।এই পরিস্থিতি শুধুমাত্র পথচারীদের জন্য নয় বরং শহরের পরিবহন ব্যবস্থার জন্যও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা (চ্যালেঞ্জ) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেঙ্গালুরু শহরের এক নাগরিক আন্দোলনকারী অরুণ পাঈ,একটি নাগরিক আন্দোলন "বিশ্বের দীর্ঘতম ফুটপাথ রান" নামক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন যাতে শহরের ১১ কিলোমিটার ফুটপাথে হাঁটতে বা দৌড়তে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন হকার, ময়লা, এবং ভাঙা ফুটপাথের খোঁজ করতে বলা হয়। এরপর, অংশগ্রহণকারীরা ফুটপাথের গুণগত মান ১ থেকে ৫ এর মধ্যে একটি স্কেলে রেট করে তথ্য সংগ্রহ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যা তুলে ধরেন। এরপর ৪ পাতায়

বাইডেনের মতো স্মৃতি হারাচ্ছেন মোদি, বললেন রাহুল গান্ধী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায়ই বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের নাম ভুলে গিয়ে খবরের শিরোনাম হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এবার জো বাইডেনের সঙ্গে তুলনা টেনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করলেন দেশটির লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী।

শনিবার মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে রাহুল বলেন, “মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতোই স্মৃতিভ্রম হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদির।”

জনসভায় কংগ্রেস নেতা বলেন, “আমার বোন আমাকে বলছিলেন যে তিনি মোদির বক্তৃতা শুনেছেন। আমাদের ভাষণে আমরা যাই বলি না কেন, মোদি আজকাল একই কথা বলছেন। আমি জানি না কেন? হয়তো তিনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রায়ই নেতাদের নাম ভুলে যান। তাকে পিছন থেকে নাম স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। একইভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও স্মৃতি হারাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।”

রাহুল আরও বলেন, “লোকসভায় মোদিজিকে বলেছিলাম যে, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া ব্লক ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সীমা তুলে দেবে। কিন্তু, এখন মোদিজিই বলছেন আমি সংরক্ষণের বিরোধী।”

এরপরই মোদিকে নিশানা করে রাহুল বলেন, “আপনি আপনার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন।”

এদিনের সমাবেশে রাহুল গান্ধী আবারও দেশব্যাপী জনশুমারির পক্ষে কথা বলেন। মোদি সরকারকে এটি পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি।

জনশুমারি প্রসঙ্গে রাহুল মন্তব্য করে বলেন, “আমি মোদিজিকে জনশুমারি করতে বলেছিলাম। দেশের কত দলিত, আদিবাসী এবং ওবিসি আছে তা জানা উচিত। এরপরে হয়তো মোদিজি বলবেন যে, আমি জনশুমারির বিরুদ্ধে।”

এছাড়াও সংবিধানের প্রসঙ্গ তুলে রাহুল গান্ধী বলেন, “আমরা গত এক বছর ধরে বলে আসছি যে বিজেপি সংবিধানকে আক্রমণ করছে। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী মোদিজি বলছেন, কংগ্রেস সংবিধানকে আক্রমণ করছে।”

অন্যদিকে, এদিন হেলিকপ্টারে করে অমরাবতীতে পৌঁছা মাত্রই রাহুল গান্ধীর ব্যাগ চেক করেন নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধীরা।

২৮৮টি আসন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচন হবে আগামী ২০ নভেম্বর। ভোট গণনা হবে তিন দিন পর।

২৮ বছর পর কলকাতা বইমেলা থেকে 'বাদ' বাংলাদেশ, কারণ কী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৪৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ২৮ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো বইমেলায় থাকবে না বাংলাদেশ। তবে কি কারণে করছে না তা এখনো অস্পষ্ট। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) বইমেলার শিডিউল প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ। সেখানে বিভিন্ন দেশের নাম থাকলেও নেই বাংলাদেশের নাম। শনিবার (১৬ নভেম্বর) টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বইমেলায় বাংলাদেশের অংশ গ্রহণের বিষয়ে দীর্ঘ ২৮ বছরের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়তে চলেছে। ১৯৯৬ সাল এরপর ৪ পাতায়

দূরপাল্লার হাইপারসনিক

ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল ভারত

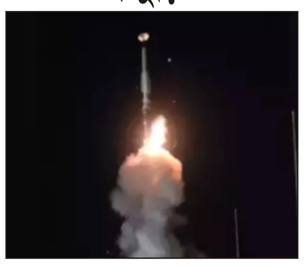

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে ওড়িশার উপকূলে দূরপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রবিবার এই তথ্য জানিয়েছে। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার। গতকাল শনিবার এই ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ হয়েছে বলে দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন রাজনাথ সিং। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেছেন, ওড়িশা উপকূলে এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে দূরপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের ফ্লাইট ট্রায়াল সফলভাবে পরিচালনা করে ভারত একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য আমাদের দেশকে নির্বাচিতদের গ্রুপে রেখেছে, যাদের এই ধরনের উন্নত সামরিক প্রযুক্তির সক্ষমতা রয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি দেশীর প্রযুক্তিতে তৈরি করে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ১৫০০ কিলোমিটারের বেশি রেঞ্জের জন্য বিভিন্ন পেলোড বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

উত্তপ্ত মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হামলা উন্মত্ত জনতার, টার্গেট একাধিক মন্ত্রীও

নাগরিকের মৃত্যুর খবর আসার পর পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়।

শনিবার বিকালের পরই গোটা ইম্ফলে কারফিউ জারি করা হয়। সেনা, অসম রাইফেলস এবং মণিপুর পুলিশের নিরাপত্তারক্ষীরা কার্যত গোটা ইম্ফল শহর ছেয়ে ফেলেন। কিন্তু তারপরও থামানো যায়নি বিক্ষোভ। রাতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী এবং তিন বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এমনকী, হামলা চালানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও। প্রথমে লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের থামানোর চেষ্টা করা হয়। পরে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে বাধ্য হন নিরাপত্তারক্ষীরা। যদিও হামলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে ছিলেন না বলেই খবর। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর জামাই তথা বিজেপি বিধায়ক আরকে ইমো, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সাপম রঞ্জন এবং উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী এল সুসীন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে উন্মত্ত জনতা।

১-ম পাতার পর

অগ্নিগর্ভ মণিপুর, সব সভা বাতিল করে নাগপুর ছেড়ে দিল্লি ফিরলেন অমিত শাহ

কিছুআগেই তিনি সভা বাতিল করে দিল্লির রওনা দেন। তবে কেন তিনি এদিন জনসভা করলেন না তা এখন জানা যায়নি।

বলা বাহুল্য এদিন দুপুর ১২ টা নাগাদ গদচিরোলি, ১ টা নাগাদ ওয়ার্ধা, ৩টে নাগাদ কাটোল এবং বিকেল ৪ টে নাগাদ স্যাভনার এলাকায় ছিল অমিত শাহের জনসভা। পাশাপাশি ছিল ভোট নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠকও। কিন্তু সেইসকল বৈঠকে ছেড়ে আচমকাই শাহ নাগপুর থেকে রওনা দিলেন দিল্লির উদ্দেশ্যে। জানা গিয়েছে, অমিত শাহের জায়গায় এদিন জনসভা করবেন স্মৃতি ইরানি এবং শিবরাজ সিং চৌহান।

হিন্দুস্তান টাইমস-এর শতবর্ষ উপলক্ষে

এক বিশেষ স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ করলেন মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ নয়াদিল্লিতে হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিট, ২০২৪-এ ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে আজ থেকে ১০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল হিন্দুস্তান টাইমস-এর যাত্রাকাল। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং হিন্দুস্তান টাইমস-এর যাত্রাকালের সূচনা করেন। সেইদিক থেকে বিচার করলে এই সংবাদপত্রটি ১০০ বছরের এক ঐতিহাসিক সময়কালের সাক্ষী। এই উপলক্ষে আয়োজিত হিন্দুস্তান টাইমস-এর একটি প্রদর্শনীও আজ ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রদর্শনীটি দর্শন করা এক বিশেষ অভিজ্ঞতা বলেই মনে করেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং ভারতীয় সংবিধানের সূচনাকালে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি দেখে তিনি এক বিশেষ অভিজ্ঞতার শরিক হয়েছেন। মার্টিন লুথার কিং, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ডঃ এম এস স্বামীনাথনের মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একদা হিন্দুস্তান টাইমস-এ লেখালেখি করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকেও পরম্পরাগতভাবে বহন করে এনেছে এই সংবাদপত্রটি। শুধু তাই নয়, উত্তর-স্বাধীনতাকালের বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও ফুটে উঠেছে হিন্দুস্তান টাইমস-এর বিভিন্ন সংবাদ ও নিবন্ধে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির খবর পড়েও তিনি বিশেষভাবে উত্তেজিত বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

গতকাল প্রথম বোড়োল্যান্ড মহোৎসবে তাঁর অংশগ্রহণের কথাও আজ স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে এ সম্পর্কে খবর সেরকমভাবে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়নি। পাঁচ দশক পরে সেখানকার যুব সমাজ অস্ত্র সম্বরণ করে দিল্লিতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। ২০২০ সালে সম্পাদিত বোড়ো শান্তি চুক্তি বহু মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। শ্রী মোদী আরও বলেন যে হিন্দুস্তান টাইমস তার ১০০ বছরের যাত্রাপথে ২৫ বছরের পরাধীনতা এবং ৭৫ বছরের স্বাধীনতার দিনগুলিও দেখে এসেছে।

ইতিহাসের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্রিটিশরা যখন ভারত ত্যাগ করে চলে যায়, তখন বলা হয়েছিল যে দেশ এবার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আবার, জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে এই অবস্থা বোধহয় চিরকালই চলতে থাকবে। কিন্তু সেই সময়েও ভারতীয় নাগরিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে জরুরি অবস্থার অবসান ঘটিয়েছিলেন। এখানেই নিহিত রয়েছে সাধারণ মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা। কোভিড অতিমারীকালে দেশের সাধারণ নাগরিকরা যেভাবে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেকথাও আজ প্রসঙ্গত স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ভারতীয় সমাজে আশা-আকাঙ্ক্ষা আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। তাই, আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্তে আমরা সেগুলিকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছি। সরকার উন্নয়নের এমন এক মডেল গড়ে তুলেছে যেখানে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের এক বিশেষ মেলবন্ধন ঘটেছে। অথচ আজ থেকে ১০ বছর আগেও কেউই সম্ভবত আশা করেননি যে ভারতে এই ধরনের বড় পরিবর্তন বাস্তবায়িত হবে। তাই, ভারতের এই সাফল্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে আমাদের স্বপ্নকে আরও বড় করে দেখার এবং তা সফল করে তোলার। চারিদিকে তাই আশা জেগে উঠেছে যে এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া সার্বজনীন ৩৪ তম বর্ষ রাস উৎসবে মেতে উঠেছেন এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন

সেই সঙ্গে তিনি ওই রাস উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। অনুপ মাহাত বলেন, সাঁকরাইল ব্লকের ঐতিহ্যমন্ডিত রাসযাত্রা হল চুনপাড়া এলাকার রাসযাত্রা। যে রাসযাত্রায় দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এ বছর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চুনপাড়া গ্রামে ৩৪ তম বর্ষ রাস উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। চুনপাড়া সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামের হাজার হাজার মানুষ রবিবার সন্ধ্যায় চুনপাড়া গ্রামে রাস উৎসবে সামিল হয়েছেন। তাই এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা চুনপাড়া রাস উৎসবে যোগদান করে হরিনাম সংকীর্তনে মেতে উঠেছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ৩১০ সংখ্যা ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ সোমবার ০২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

ভারতীয় শহরের ফুটপাতে হাঁটাচলায় প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ!

ভারতের অনেক বড় শহরের ফুটপাথগুলি প্রায়ই অবৈধভাবে দোকানপাট এবং হকারদের দখলে থাকে, যেখানে হাঁটা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি, ফুটপাথগুলিতে বড় গর্ত, ভাঙা স্ল্যাব বা অব্যবহৃত অংশে পথচারীদের জন্য চলাচল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় এবং এর ফলে দুর্ঘটনার হারও বেড়ে যায়।

তবে,এই সমস্যাগুলির সমাধান কিছু শহরের নাগরিকরা শুরু করেছে। মুম্বাই শহরের 'ওয়াকিং প্রোজেক্ট' নামক একটি নাগরিক সংগঠন, পেডেস্ট্রিয়ান ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে, যা শহরের ফুটপাথের সমস্যা এবং তাতে পরিবর্তন আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, যে শহরগুলিতে নতুন ফুটপাথ নির্মিত হয়েছে,সেখানকার মানুষদের মধ্যে ৯% থেকে ২৭% পর্যন্ত মানুষ যানবাহন ছেড়ে হাঁটা শুরু করেছেন,যা পরিবেশ এবং অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক ফলাফল এনেছে।বিশেষজ্ঞরা বলেন যে,শহরের সড়কগুলিতে গাড়ির চাপ কমানোর জন্য প্রায়ই ফুটপাথ সংকীর্ণ করা হয়,যা পথচারীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

এভাবে ভারতের শহরগুলির জন্য আরো উপযুক্ত ফুটপাথ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।এটি শুধুমাত্র পথচারীদের সুবিধা বৃদ্ধি করবে, বরং শহরের পরিবহন ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত উন্নতিতে সহায়ক হবে।

সম্পাদকীয়

দিল্লির কাছে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়া হবে, জানালেন মোল্লা ইউনূস

দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ রবিবার (১৭ নভেম্বর) অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এ কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস।রবিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবের কন্যাকে দেশে ফেরত আনার বিষয়ে একটি বাক্যই উচ্চারণ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। ভাষণে তিনি বলেছেন, 'আমরা পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত চাইব।' একই সঙ্গে দেশে কবে নির্বাচন হবে তা নিয়েও স্পষ্ট করে কিছু বলেননি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। শুধু বলেছেন, 'নির্বাচন কবে হবে এই প্রশ্ন আপনাদের সবার মনেই আছে। আমাদের মনেও সারাক্ষণ আছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছি। কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন হয়ে যাবে। তারপর থেকে নির্বাচন আয়োজন করার সমস্ত দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে। নির্বাচনের ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। এটা আর থামবে না। 'যদিও কবে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে ফেরত চাওযা হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি পাক গুপ্তচর সংস্থার মদতপুষ্ঠ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।

গত ৫ অগস্ট সেনা বিদ্রোহের মুখে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন তিনি। ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু কন্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন থানায় দুই শতাধিক মিথ্যা খুন ও গুমের মামলা রুজু হয়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মিথ্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)। ইতিমধ্যেই শেখ হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে জারি হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। আগামিকাল সোমবারের (১৮ নভেম্বর) মধ্যেই বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সপার্ষদ-সহ হাজির করার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের মহানির্দেশককে নির্দেশ দিয়েছেন আইসিটির প্রধান বিচারক তথা জামায়াত ইসলামীর সুরা মজলিসের সদস্য গোলাম মর্তুজা মজুমদার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা দিল্লিতে থাকায় সোমবার তাঁকে যে হাজির করা যাচ্ছে না তা নিশ্চিত।শেখ হাসিনার জমানার অবসানের পরে গত ৮ অগস্ট গঠিত হয়েছে পাকিস্তান ও মার্কিন দালালদের নিয়ে তথাকথিত অন্তর্বর্তী সরকার। সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে একাধিকবার মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছিলেন, বিচারের জন্য দিল্লির কাছে ফেরত চাওয়া হবে দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রীকে। যদিও এখনও পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশ সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও দাবি জানানো হয়নি। তবে দাবি জানানো হলেও মোদি সরকার বঙ্গবন্ধু কন্যাকে ফেরত পাঠাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই দিল্লির উপরে চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসাবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোলকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কৃত্যতত্তম-অষ্টবিংশতিতত্ত্বমে আছে, পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও অঙ্কুশধারিণী, পদ্মাসনা, ত্রিলোকের মাতা, গৌরবর্ণা, সুরূপা, নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা, বাম হস্তে স্বর্ণপদ্মধারিণী এবং দক্ষিণ করে বরদানকারিণী দেবীকে ধ্যান করি। তন্ত্রসার অনুসারে দেবী চার হস্তে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা ও দুইটি পদ্ম ধারণ করে আছেন। তাঁর পীনোন্নত স্তনে মুক্তার শোভা পাচ্ছে। তন্ত্রসারের অন্যত্র গজলক্ষ্মীর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এরকম- দেবীর দেহ স্বর্ণবর্ণের।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, অ্যাম্বুল্যান্সে তৈরি হয় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়। এসব সবি আজকের দিনে ইতিহাস, তবে মন্দির স্থাপনের মূল ভাবটা চিন্তা একটু ধারণা দেওয়া যাক এই লেখার মধ্যে।আদ্যপীঠের মূল মন্দিরটি তার স্থাপত্য এবং প্রতীকী উভয় ক্ষেত্রেই অনন্য। নিখুঁত সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি, এটি সত্যিই তিনটি মন্দির একে অপরের ভিতরে অবস্থিত। মন্দিরের প্রতীকবাদ শুধুমাত্র হিন্দু বিশ্বাসের সকল দিকের ঐক্যকেই বোঝায় না, বরং একটি অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে সমস্ত ধর্মের ঐক্যকে

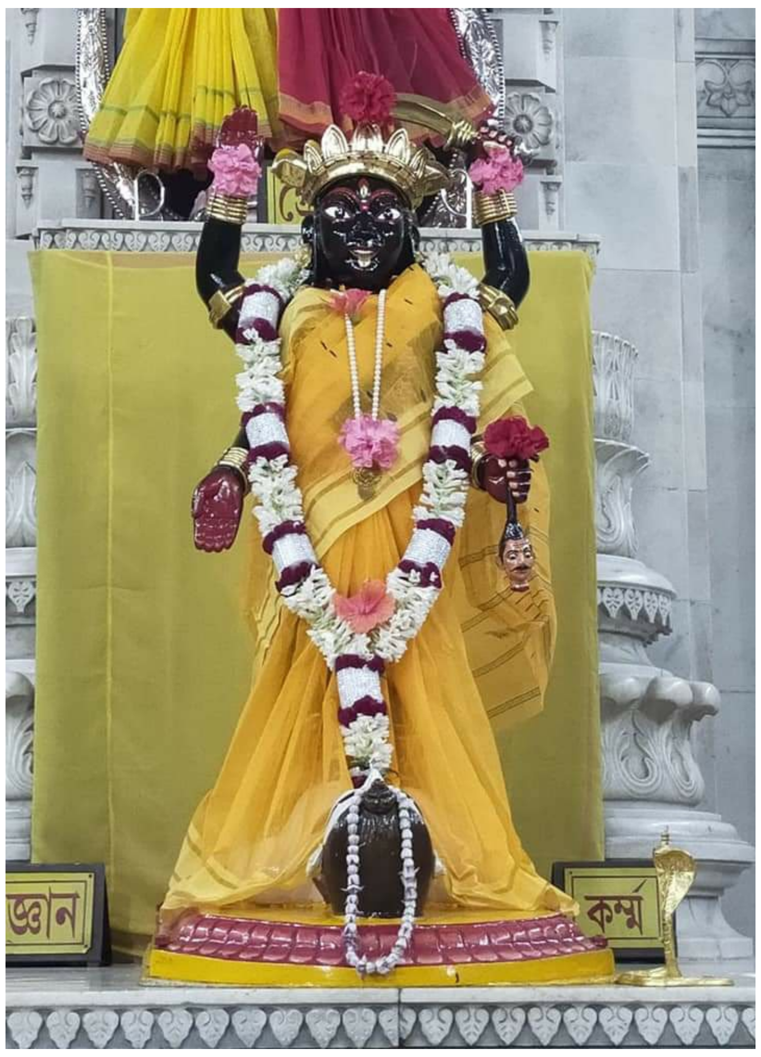

নির্দেশ করে: মানবতার ঈশ্বরের উপলব্ধি। এর চূড়ায় শিবের ত্রিশূল, চাঁদ এবং তারা, ক্রস এবং হ্যান্ড ফ্যান যথাক্রমে হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক।

মন্দিরের মতোই, মূল বেদীটিও একটি খুব অস্বাভাবিক কনফিগারেশন নেয়: তিনটি বেদী, একটির উপরে, সিঁড়ির মতো। নীচের বেদীতে শ্রী রামকৃষ্ণের একটি মূর্তি রয়েছে, যার কাছে "গুরু" শব্দটি খোদাই করা আছে। মাঝখানের বেদীতে

ইডেন গার্ডেনে অন্নদা ঠাকুরের পাওয়া আদ্য মায়ের মূর্তিটির প্রতিরূপ রয়েছে। এই মুর্তি আটটি ধাতু দিয়ে তৈরি। কাছাকাছি "জ্ঞান এবং কাজ" খোদাই করা আছে। শীর্ষস্থানীয় বেদীটি রাধা এবং কৃষ্ণের মূর্তি দ্বারা সজ্জিত, যা সমগ্র ভারতে ঐশ্বরিক দম্পতি হিসাবে পরিচিত। তারা পবিত্র শব্দাংশ ওম দ্বারা বেষ্টিত এবং তাদের পায়ে "প্রেম" শব্দটি খোদাই করা হয়েছে। এইভাবে প্রেম হল সর্বাগ্রে পুণ্য এবং ঈশ্বরের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানকে কোপিটিশনার ও স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হওয়ার প্রস্তাব দিল "ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চ"

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমাজ মাধ্যমে খোলা চিঠি লিখে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং ছোট বড় নির্বিশেষে এন.জি.ও. , ট্রাস্টি, সোসাইটি, ফাউন্ডেশন, ক্লাব, রাজনৈতিকদল, আইনজীবীদের সংগঠন, সাংবাদিকদের সংগঠনসহ সমস্ত সামাজিক সংগঠনকে নিজেদের কোপিটিশনার এবং স্ট্যাটেজিক পার্টনার হওয়ার প্রস্তাব দিল "ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চ" । মঞ্চের কনভেনর ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য আমরা সকলেই চাই দেশে একটি ত্রুটিহীন বিচার ব্যবস্থা এবং অপরাধহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হোক তাই কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে ব্রাত্য নয় । অধ্যয়ন এবং তথ্যপ্রমাণ বলছে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অপরাধী ছিলেন না । হেঁতাল পারেখের খুনী আসল অপরাধীকে আড়াল করতেই ধনঞ্জয়ের মত একজন গরীব পুরোহিত ঘরের নিরপরাধ সন্তানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলে ধনঞ্জয়ের আত্মার সাথে হেঁতাল পারেখের আত্মাও আজ অবধি জাস্টিস পায়নি । বিচারের বাণী আজও নীরবে নিভৃতে কাঁদছে । শুধু তাই নয় ধনঞ্জয় অপরাধী না হলে তাকে ফাঁসি দিয়ে নাটা মল্লিকও পাপের ভাগী হয়েছেন । কিন্তু এখানে তাঁর কোন দোষ নেই কারণ সিস্টেম তাঁকে দিয়ে এই অপরাধ করিয়েছে । সেই জন্য সত্য প্রতিষ্ঠার আশায় নাটা মল্লিকের পরিবারও আজ আমাদের মঞ্চে সামিল হয়েছেন । আমরা ইতিমধ্যেই ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, মাননীয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজি ও সুপ্রিম কোর্টের সদ্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ওয়াই চন্দ্রচূড়জিদের ডেপুটেশন পাঠিয়েছি এবং ওনারা প্রাপ্তিস্বীকার করেছেন । আবার আমরা নিজের হাতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ও মাননীয় কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে ডেপুটেশন দিয়েছি । আবার সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা নারীনিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ফ্রীতে মহিলাদের এবং বয়স্ক মানুষদের অত্যন্ত বিশিষ্ট ক্যারাটে প্রশিক্ষকদের দিয়ে নিঃশুল্ক সেলফ ডিফেন্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি । কিন্ত এই মুহূর্তে আমরা যেহেতু কুড়ি বছর আগে ফাঁসি হয়ে যাওয়া একজন সম্ভাব্য নিরপরাধ ব্যক্তির বিরলতম কেস নিয়ে এগোচ্ছি এবং এই কেসের প্রায় সমস্ত আইনী কাগজপত্র আমাদের হাতে রয়েছে তাই আমরা চাই এই কেস পুনর্বিচার আন্দোলনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কোপিটিশনার এবং স্ট্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে আমাদের লড়ায়ে শরিক হোক । কারণ দিনের শেষে আমাদের সবার একটি ত্রুটিহীন বিচার ব্যবস্থা স্থাপনে ব্রতী হওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আর কাউকে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় না হতে হয় ।

৩ পাতার পর

হিন্দুস্তান টাইমস-এর শতবর্ষ উপলক্ষে এক বিশেষ স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ করলেন মোদী

বর্তমান শতকটি হয়ে উঠবে ভারতেরই এক বিশেষ শতক। সেই লক্ষ্যেই সরকার দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভারতকে যাতে বিশ্বমানের একটি দেশ রূপে গড়ে তোলা যায়, সেই লক্ষ্যেই চালিত করতে হবে আমাদের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা। সাধারণ মানুষের মনে এই আশা, আস্থা ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে হিন্দুস্তান টাইমসকেও অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এক উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সংবাদপত্রটিকে এগিয়ে আসতে হবে তাদের দীর্ঘ ১০০ বছরের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে। এইভাবেই হিন্দুস্তান টাইমস পরিবর্তনশীল ভারতের এক নতুন শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করে যাবে। হিন্দুস্তান টাইমস-এর শতবর্ষ উপলক্ষে আজ এক বিশেষ স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

৩ পাতার পর

২৮ বছর পর কলকাতা বইমেলা থেকে 'বাদ' বাংলাদেশ, কারণ কী

থেকে থেকে গত ২৮ বছর ধরে কলকাতার বইমেলার প্রতিটি সংস্করণে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালের বইমেলায় থিম কান্ট্রি হয়েছিল বাংলাদেশ। সেসময় বই মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরবর্তীতে বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বেগম খালেদা জিয়া। তখনো বাংলাদেশ বই মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। একমকি সামরিক শাসন আমলেও বাংলাদেশের অবস্থান ছিল বইমেলায়।'

অংশগ্রহণকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম না থাকার বিষয়ে বইমেলার উদ্যোক্তা পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চ্যাটার্জি জানান, তারা এখনো বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়ে কেন্দ্র থেকে কোনো নির্দেশ পাননি। তিনি বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে কিছু বলতে পারছি না।'

উল্লেখ্য, আগামী ২৮ জানুয়ারি শুরু হবে এই বইমেলা, যা চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবারের বইমেলার আসরের থিম কান্ট্রি হতে যাচ্ছে জার্মানি। এছাড়াও অংশগ্রহণ করবে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ।

সিনেমার খবর

ট্রাম্পকে 'বড় ভাই' বলে জেল থেকে চিঠি লিখলেন জ্যাকুলিনের প্রেমিক

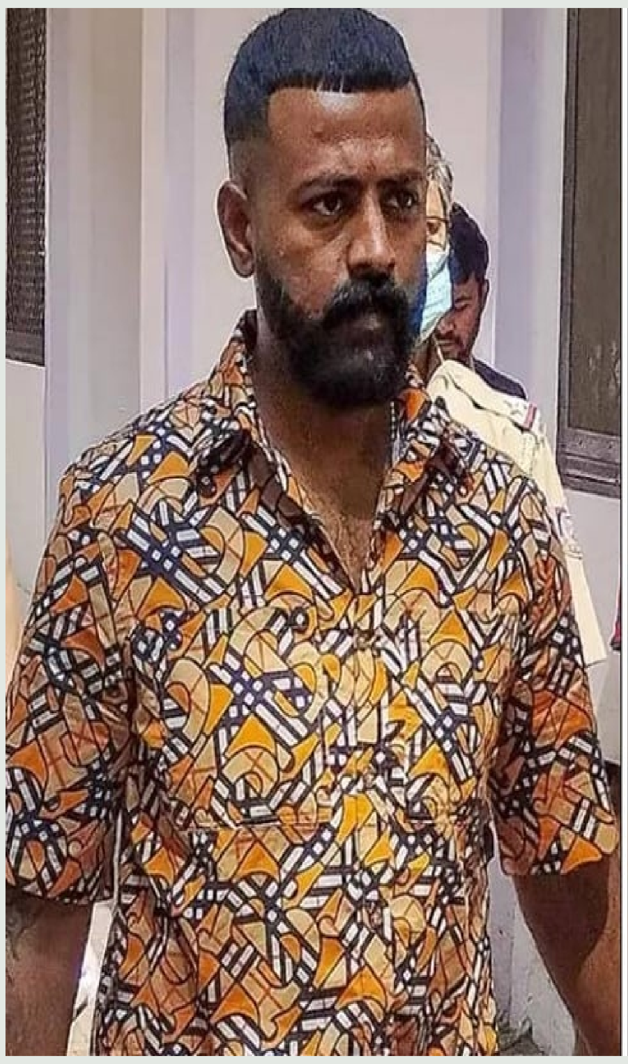

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের কথিত প্রেমিক সুকেশ চন্দ্রশেখর ২০০ কোটি রুপি আর্থিক জালিয়াতির মামলায় বর্তমানে দিল্লির মান্ডোলি জেলে বন্দী আছেন। সেখান থেকেই অভিনেত্রীকে চিঠি লিখে বেশ কয়েকবার হয়েছেন সংবাদের শিরোনাম। এবার যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য বিজয়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি লিখলেন সুকেশ। চিঠিতে ট্রাম্পকে ‘বড় ভাই, সম্বোধন করে শুধু অভিনন্দন জানাননি, সঙ্গে জ্যাকুলিনের জন্য হলিউডে হাজার কোটি রুপি বিনোয়গের পরিকল্পনাও জানান তিনি। সুকেশ চন্দ্র শেখরের হাতে লেখা সেই চিঠির একটি কপি এসেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস এর কাছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ৬০তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের বিপক্ষে জয়ের জন্য ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সুকেশ। ট্রাম্পের সঙ্গে ১০ বছর আগের সাক্ষাতের স্মৃতিও সামনে আনেন তিনি। চিঠিতে সুকেশ লিখেছেন, ‘মনে আছে, এক দশক আগে শেষ সাক্ষাতের সময় আপনি আমাকে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন, “পৃথিবী যেভাবে আছে, সেভাবে গ্রহণ করুন বা এটিকে আপনার মতো দেখুন”, সেই কথাগুলো আজও আমার কানে বাজছে, সব সময় আমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনাকে অনেক ভালোবাসি ভাই।’ চিঠিতে সুকেশ আরও উল্লেখ করেছেন যে তাঁর কোম্পানি এলএস হোল্ডিংস এবং এলএস গেমিং এলএলসি আগামী দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বিনিয়োগ বাড়াবে, যার পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য, আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে ২০১৫ সালে গ্রেপ্তার হোন সুরেশ চন্দ্রশেখর। তখন থেকেই তিনি মান্ডোলি জেলে বন্দী আছেন। ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) এর অপরাধের তদন্তের সময় জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের নাম উঠে আসে। সুকেশ দাবি করেন, অভিনেত্রীর সঙ্গে ডেটিং করেছেন তিনি।

মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে এবার মশকরা বাবা চাঙ্কির!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কয়েক মাস আগেই আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে অনন্যা পাণ্ডের। প্রায় দু’বছর সম্পর্কে ছিলেন তারা। যদিও বিচ্ছেদ নিয়ে এখনো কোনো বিবৃতি মেলেনি আদিত্য-অনন্যার তরফ থেকে। বলিপাড়ায় কান পাতলে শোনা যায়, আদিত্যের সঙ্গে বিচ্ছেদে মন ভেঙেছিল অনন্যার। যে প্রেমিকের শার্ট পরে ঘুরতেন, যার পদবি নামাঙ্কিত জামা পরতেন, তার চলে যাওয়াতে মনমরা হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। যদিও সম্পর্কে থাকাকালীন একসঙ্গে একাধিক ব্যান্ডের জন্য র‍্যাম্পে হাটেন তারা। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে জুটি হিসাবে দেখা গিয়েছে তাদের। একটি চশমার বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছিল তাদের। সেখানেই তাদের একত্রে চশমা বিজ্ঞাপনের ছবি দিয়ে একটি পেজে লেখা হয়, ‘বিজ্ঞাপনের চুক্তিও এই সম্পর্কের থেকে বেশি দিন টিকেছে।’ গত দু’বছরে দেশে-বিদেশে সব জায়গায় একসঙ্গে দেখা গিয়েছে আদিত্য রায় কাপুর ও অনন্যা পাণ্ডেকে। কাপুর লেখা টি-শার্ট পরে ঘুরতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে। হঠাৎই যেন বদলে গেল তাদের সমীকরণ। প্রেম ভাঙার পর কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টও দেন অভিনেত্রী। খানিক তিক্ততার কথাও উগরে দেন সেই পোস্টে। যদিও কাকে নিয়ে সেই পোস্ট, তা খোলসা করেননি অভিনেত্রী। তার দিন কয়েকের মধ্যেই আদিত্যের সঙ্গে ফ্রেমবন্দি অনন্যার বাবা চাঙ্কি। বেশ খোশমেজাজেই দেখা গেল বাবা চাঙ্কি পাণ্ডেকে। একেবারে ‘কুল’ অবতারে তিনি ধরা দিয়েছেন আদিত্যের সঙ্গে। তাতে লাইক দেন অনন্যাও। এবার মেয়ে ও তার প্রেম জীবন নিয়ে যে রসিকতা চলছে নেটপাড়ায় তাতেই লাইক দিয়ে বসলেন চাঙ্কি। এমনিতেই রসিক মানুষ অনন্যার বাবা। তবে কি মেয়ের প্রেম ভেঙে যাওয়া নিয়ে হাসি-ঠাট্টা হওয়ায় নিজেও খানিক রসিকতা হিসাবে নিলেন? নাকি ভুলবশত লাইক দিয়ে ফেললেন চাঙ্কি! তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে অবশ্য।

শাহরুখকে প্রাণনাশের হুমকি, আইনজীবী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানকে হত্যার হুমকি দেওয়ার জন্য এক আইনজীবীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মোহাম্মদ ফায়জান খান নামের ওই আইনজীবীর ফোন থেকে অভিনেতাকে হত্যার হুমকি দিয়ে ৫০ লাখ রুপি দাবি করা হয়। এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১২ নভেম্বর ছত্তীসগড়ে নিজ বাড়ি থেকে ওই আইনজীবীকে গ্রেফতার করেছে মুম্বাই পুলিশ। পুলিশকে বোকা বানাচ্ছিলেন এ আইনজীবী। এর আগে তিনি পুলিশকে জানায়, তার মোবাইল ফোনটি চুরি হয়ে যায় গত সপ্তাহে যেটি দিয়ে শাহরুখ খানকে হুমকি দেয়া হয়েছিল। কিছুদিন আগেই মুম্বাই পুলিশকে একটি হুমকি বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। তাতে জানিয়েছিলেন, ৫০ লাখ টাকা না দিলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে শাহরুখ খানকে। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ফোন নম্বর ট্রেস করে ফইজান খানের খোঁজ পায়। ওই সময় মুম্বাই পুলিশকে তিনি জানিয়েছিলেন, তার ফোন চুরি হয়ে গেছে। আর মিথ্যা বলে গত ২ নভেম্বর পুলিশের কাছে অভিযোগও জানিয়েছিলেন। মুম্বাই পুলিশ তদন্তের স্বার্থে হাজিরা দিতে বলেছিল ওই আইনজীবীকে। কিন্তু হাজিরা না দেওয়ায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভারতীয় সংহিতার ৩০৮(৪) ধারা (খুনের হুমকি দিয়ে টাকা দাবি) এবং ৩৫১(৩)(৪) (অপরাধমূলক উদ্দেশ্য)- এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে বলিউড তারকাকে খুনের হুমকি দেওয়ার পরই ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। বর্তমানে তার সঙ্গে সবসময় ৬ জন সশস্ত্র পুলিশ থাকেন। এর আগে থাকতেন দু’জন।

স্তন ক্যান্সারের যন্ত্রণার মাঝে হিনার আবেগঘন স্ট্যাটাস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরেই স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত বলিউড অভিনেত্রী হিনা খান। মাঝেমধ্যেই শরীরে নানা সমস্যাও দেখা দিচ্ছে তার। এই রোগের চিকিৎসার মাঝেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন সময় পোস্ট দিয়ে থাকেন যা নিয়ে ভক্ত-অনুরাগীরা বেশ চিন্তিত থাকেন। সম্প্রতি হিনা এমন কিছু পোস্ট করেন, যা নিয়ে সকলেই চিন্তিত। ভক্তরা প্রশ্ন করছেন কেন হিনার এমন স্ট্যাটাস? অভিনেত্রী এমন কিছু কথা লিখেছেন, যা তার ভক্তদের হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেকের মনে ভয় যে, হিনা হয়ত সাহস হারিয়ে ফেলছেন এবং তাতে তার অসুস্থতাও বেড়ে যেতে পারে। হিনার জন্য অনেককে প্রার্থনা করতেও দেখা গেছে। অভিনেত্রী তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি নোট শেয়ার করেছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘হে আল্লাহ, আমি জানি না আমার জন্য আপনার কী পরিকল্পনা। কিন্তু আমি সব সময় আপনার উপর বিশ্বাস রাখতে চাই।’ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এমনকি, দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণার মুহূর্তেও। বহু অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এমন কঠিন অবস্থা থেকে আমায় বের করুন।’ হিনা খান আল্লাহর কাছে সাহস চেয়েছেন, তাকে পথ দেখানোর অনুরোধ করেছেন। যেভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছেন অভিনেত্রী, তা দেখে মনে হচ্ছে হিনা তার জীবন আল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছেন। আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত নেবেন, হিনা তা মনেপ্রাণে মেনেও নেবেন। উল্লেখ্য, কিছু সিনেমায় কাজ করলেও ছোট পর্দার অভিনেত্রী হিসেবে সকলেই কাছে পরিচিত হিনা খান। ‘ইয়ে রিসতা ক্যায়া কহে লাতা হ্যায়’ সিরিয়ালে অভিনয়ের মাধ্যমেই দর্শকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এরপর কসৌটি জিন্দেগি কি, নাগিন ৫- এর মতো ধারাবাহিকে কাজ করেছেন। রিয়ালিটি শো বিগ বস, ফিয়ার ফ্যাক্টর খতরো কে খিলাড়ি সিজন ৮ ও ১৩, ইন্ডিয়ান আইডলেও অংশ নিয়েছিলেন। স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স বা অতিথি শিল্পী হিসাবে একাধিক ধারাবাহিকে দেখা গেছে হিনাকে।

অভিনয় ছাড়তে চেয়েছিলেন 'হতাশ' আমির, কিরণের কথায় ফিরলেন?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কিরণ রাও আর আমির খান--- শুরু থেকেই যেন নিয়মভাঙা। তাদের বিয়ে টেকেনি, বিচ্ছেদ হয়েছে। তবু সম্পর্ক ভাঙেনি। একে অপরের হাত ছাড়েননি। সঙ্গে রয়েছেন, এক পরিবার হয়েই রয়েছেন। বিচ্ছেদ যেন তাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছে। বিচ্ছেদ মানেই শেষ, এই সংজ্ঞাই যেন বদলে দিয়েছেন তারা। কিরণ তার ছবি ‘লাপাতা লেডিজ’-এর জন্য সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু, প্রযোজনার দায়িত্ব ছিল আমিরের কাঁধেই। যেই সময় এমন প্রশংসা ও সাফল্য পেলেন কিরণ, সেই সময়েই নাকি অভিনয় থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন আমির! তবে কিরণই সেই ব্যক্তি যার চোখের পানি দেখে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেননি এই বলিউড অভিনেতা। ক্যারিয়ারে গত কয়েক বছর বিশেষ ভালো কাটেনি বলিউড অভিনেতা আমির খানের। বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ‘থাগস অফ হিন্দুস্তান’। তার পরে একই রকমের ভরাডুবির সম্মুখীন হয় ‘লাল সিংহ চাড্ডা’ও। জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা টম হ্যাংকস অভিনীত ‘ফরেস্ট গাম্প’ অবলম্বনে তৈরি আমির খানের সিনেমা মন ভরাতে পারেনি দর্শক ও সমালোচকের। ‘লাল সিংহ চাড্ডা’র ব্যর্থতার পরে প্রায় এক বছর প্রচারের আলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন আমির। অভিনয় থেকেও অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, ছেলে মেয়ে ও পরিবার নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। অভিনেতার মনে হয়েছিল সিনেমা তাকে হতাশ করেছে। তাই আর পর্দায় ফিরবেন না। তবে কিরণ বুঝেছিলেন, সিনেমা-পাগল মানুষটা যখন অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, সেটা অন্তরের যন্ত্রণা থেকেই। আমিরের কথায়, ‘একদিন আমরা দুজনে বসে আছি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল কিরণ। আমার হাতটা ধরে বলল তুমি নিজের এই সিদ্ধান্তে অনড় থেকো না। কারণ সিনেমাকেই তুমি সব থেকে বেশি ভালবাসো। কাজে ফেরো।’ ব্যস কিরণের কথা আর ফেলতে পারলেন না। প্রস্তুতি শুরু করেছেন বড় পর্দায় ফেরার। তবে একা কিরণ নয় মেয়ে ইরা খানও বুঝিয়েছেন বাবাকে। তার মতে, বাবা নাকি সারাক্ষণ বাড়ি থাকলে তারা শান্তিতে থাকতে পারবেন না। সেই কারণে কাজে ফেরারই ভালো। বড় ছেলে জুনাইদও বাবাকে সাহায্য করেছেন বলেই জানান অভিনেতা। অভিনয়ে একের পর এক ব্যর্থতার পরে আপাতত নিজের প্রযোজনা সংস্থায় মন দিতে চান আমির। স্প্যানিশ ড্রামা ‘ক্যাম্পিওনেস’ অবলম্বনে হিন্দিতে ‘চ্যাম্পিয়নস’ ছবি বানানোর জন্য ইতোমধ্যেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন তিনি। ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন ফারহান আখতার। এ ছাড়াও শাহরুখ খানের ‘পাঠান ২’ ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে আমিরকে।

রঞ্জি ট্রফি দিয়ে মাঠে ফিরছেন শামি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন পুনর্বাসনের পর অবশেষে সেরে উঠেছেন মোহাম্মদ শামি। প্রায় এক বছর পর রঞ্জি ট্রফি দিয়ে মাঠে ফিরতে যাচ্ছেন ভারতের এই অভিজ্ঞ পেসার। মধ্য প্রদেশের বিপক্ষে পরের ম্যাচের দলে তাকে রেখেছে বেঙ্গল।

গত বছরের ১৯ নভেম্বর ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর এটি হবে শামির প্রথম ম্যাচ। ডান পায়ের অ্যাঙ্কেলের চোটে ভুগছিলেন শামি। পরে গত মার্চে তার অস্ত্রোপচার করানো হয়। সফল অস্ত্রোপচারের পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে ফেরার আশা ছিল তার। কিন্তু আশানুরূপ উন্নতি না হাওয়ায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও ফেরা হয়নি ৩৪ বছর বয়সী পেসারের।

ওই চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না উঠতেই নতুন সমস্যায় পড়েন শামি। হুট করে তার বাঁ হাঁটুর এক অংশ ফুলে যায়। যে কারণে পুনরায় বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে সেরে ওঠার লড়াইয়ে নামতে হয় গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ২৪ উইকেট নেওয়া এই পেসারের।

অস্ট্রেলিয়া পর্যবেক্ষণ সফরের জন্য নিবিড়ভাবে করা হয় শামিকে। সিরিজটিতে খেলার আশায় ছিলেন এই পেসার। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ফিট হয়ে উঠতে রাঞ্জি ট্রফিতে একটি-দুটি ম্যাচ খেলতে চাওয়ার ইচ্ছার কথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির দলের জায়গায় হয়নি তার। পার্থে আগামী ২২ নভেম্বর শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ টেস্টের সিরিজ।

আসছে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচটিতে যদি নিজের ফিটনেস প্রমাণ করতে পারেন শামি, তাহলে অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে তাকে যোগ করা হতে পারে। সিরিজটি জন্য ভারতের পেস বোলিং বিভাগে আছেন সহ-অধিনায়ক জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ, আকাশ দিপ, প্রাসিধ কৃষ্ণা ও হার্শিত রানা। রিজার্ভ হিসেবে রাখা রয়েছে মুকেশ কুমার নাভদিপ সাইনি ও খালিল আহমেদকে।

২০১৮-১৯ মৌসুমে ভারতের বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজ জয়ের কারিগরদের একজন শামি যদি এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে শেষ পর্যন্ত জায়গা না পান, তাহলে জাতীয় দলে ফিরতে আরও অপেক্ষা করতে হবে তার। আগামী জানুয়ারিতে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ দিয়ে ফিরতে পারেন তিনি।

ভারত কেন পাকিস্তানে

খেলতে চায় না, জানতে চেয়ে আইসিসিকে পিসিবির চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের অংশগ্রহণ করা, না করা নিয়ে নাটকীয়তার যেন শেষ নেই। ভারতের গণমাধ্যমে দাবি হাইব্রিড মডেলে আসর আয়োজনে রাজি হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ভারতের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আর আমিরাতে। তবে তাদের এই দাবি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়েছে দিয়েছে পিসিবি। তাদের সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে হলে পাকিস্তান এসেই খেলতে হবে। দুই দলের এমন দ্বন্দ্বে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভাগ্য এখন অনেকটাই অনিশ্চিত।

ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হওয়ার কথা। হাতে খুব বেশি সময় নেই। যদি দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া না যায়, তা হলে প্রতিযোগিতা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এই যখন অবস্থা ঠিক সেই মুহূর্তে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে পিসিবি। সেই চিঠিতে তারা জানতে চেয়েছে, ভারত দলের পাকিস্তানে খেলতে যেতে না চাওয়ার আসল কারণ কী? ১২ নভেম্বর পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'জিও নিউজ' পিসিবির এক সূত্রের বরাত দিয়ে আইসিসিকে চিঠি দেওয়ার খবরটি জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে ২০০৮ সালের পর আর পাকিস্তান সফর করেনি ভারত ক্রিকেট দল। এবার তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারতে না যাওয়ার কারণ হিসেবে বলেছে 'নিরাপত্তাঝুঁকি'র কথা। এ বছরের গোড়ার দিকে বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি রাজীব শুক্লা বলেছিলেন, ভারত সরকার অনুমতি দিলেই বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠাবে।

পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের অনড় সিদ্ধান্ত জানার পর পিসিবি বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে। জিও নিউজ পিসিবি সূত্রের উল্লেখ করে জানিয়েছে, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন না করার ব্যাপারে অনড় পাকিস্তান।

আবার টুর্নামেন্ট যদি পাকিস্তান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে না্ও খেলতে পারে। সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভাগ্যে কী লেখা আছে, এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না।

অনেকেই বলছে, শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট যদি পাকিস্তানে হয় এবং ভারত অংশ না নেয়, তাহলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে আইসিসির আয় অনেকটাই কমে যাবে। পিসিবি বলছে, পাকিস্তান না খেললেও একই অবস্থা হবে। এ ব্যাপারে জিও নিউজকে পিসিবির সূত্র বলেছে, 'ভারতের অংশগ্রহণ যদি আইসিসির আয়ে ভূমিকা রাখে, তাহলে এ ব্যাপারে পাকিস্তানের ভূমিকাও তো গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে আইসিসি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, পাকিস্তান যদি হাইব্রিড মডেলে রাজি না হয় এবং ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি না হয়, তা হলে পুরো প্রতিযোগিতাই সরিয়ে দিতে পারে আইসিসি। সে ক্ষেত্রে কোনও নিরপেক্ষ দেশে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সেই প্রতিযোগিতা শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কোনও দলেরই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে আপত্তি থাকবে না বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে না পারলে খেলবে না বলে জানিয়েছে।

আইপিএল: দিল্লির কোচ মুনাফ প্যাটেল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের জেদ্দায় আগামী ২৪-২৫ নভেম্বর আইপিএলের অষ্টাদশ আসরের মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে নিজেদের ডাগআউটে শক্তি বাড়াল দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজি। বোলিং কোচ হিসেবে তারা ভারতের বিশ্বকাপজয়ী পেসার মুনাফ প্যাটেলকে নিয়োগ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সুইং বোলিংয়ে ব্যাটারদের খাবি খাওয়ানো সাবেক এই তারকা একই কৌশল শিষ্যদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে চাইবেন!

মুনাফ প্যাটেলকে কোচ করার বিষয়টি নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে দিল্লির ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। আগের কয়েক আসর দলটির ডাগআউটে ছিল বড় মুখের ছড়াছড়ি। তবে তাতে সাফল্য আসেনি। সে কারণেই কি না দিল্লি এবার কোচ রিকি পন্টিং এবং ডিরেক্টর সৌরভ গাঙ্গুলিকে ছেড়ে দেয়। এরপরই সম্প্রতি সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার বেনুগোপাল রাওকে প্রধান কোচ এবং ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট পদে আরেক সাবেক ক্রিকেটার হেমং বাদানিকে নিযুক্ত করে দিল্লি।

আইপিএলের শুরু থেকেই ক্রিকেটারের ভূমিকায় ছিলেন মুনাফ প্যাটেল। তবে অতীতে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেননি কখনও। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তার পারফরমেন্সও যথেষ্ট ভালোই ছিল। ভারতের হয়ে জিতেছেন ২০১১ সালের বিশ্বকাপও। তার কাঁধেই এবার আইপিএলের নিলামের আগে বোলিং কোচের দায়িত্ব তুলে দিলো দিল্লির টিম ম্যানেজমেন্ট।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭০টি ওয়ানডে ম্যাচে খেলেছেন মুনাফ প্যাটেল, নিয়েছেন ৮৬ উইকেট। টেস্টেও তার ঝুলিতে রয়েছে ৩৫টি উইকেট। ৬৫টি আইপিএল ম্যাচে ৭৬টি উইকেট শিকার করেছেন সাবেক এই ডানহাতি পেসার।

যে রেকর্ডে শচীন-কোহলি-বাবরদের ছাড়িয়ে গেলেন গুরবাজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি বছর টানা তিন ওয়ানডে সিরিজে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। সবশেষ গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরি হাকিয়েছেন আফগানিস্তানের এই উইকেটকিপার ব্যাটার। এই সেঞ্চুরি একটা জায়গায় শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, বাবর আজমদের ছাড়িয়ে গেছেন গুরবাজ।

ডানহাতি ব্যাটার গুরবাজ অষ্টম ওয়ানডে সেঞ্চুরি করেছেন ২২ বছর ৩৪৯ দিনে। এর চেয়ে কম বয়সে ওয়ানডেতে অষ্টম সেঞ্চুরি করতে পেরেছেন মাত্র একজন্ত দক্ষিন আফ্রিকার উইকেটকিপার ব্যাটার কুইন্টন ডি কক। কিংবদন্তি শচীনের অষ্টম সেঞ্চুরি করতে লেগেছিল ২২ বছর ৩৫৭ দিন। কোহলি ও বাবর দুজনেরই লেগেছে ২৩ বছরের চেয়ে বেশি।

ম্যাচের হিসাবে গুরবাজের আট সেঞ্চুরি তৃতীয় দ্রুততম। দক্ষিণ আফ্রিকান কিংবদন্তি হাশিম আমলা মাত্র ৪৩ ম্যাচেই ৮টি সেঞ্চুরি করেছেন। সাবেক পাক অধিনায়ক বাবরের লেগেছে ৪৪ ম্যাচ। গতকাল গুরবাজের ৪৬তম ওয়ানডে ছিল। পাকিস্তানের ইমাম-উল-হকও আছেন এই তালিকায়। এই ওপেনারের ৮টি সেঞ্চুরি করতে লেগেছে ৪৭টি ম্যাচ। ৮টি সেঞ্চুরিতে সর্বকনিষ্ঠ ডি কক অষ্টম সেঞ্চুরি পেয়েছেন ৫২তম ম্যাচ।

চলতি বছরের মার্চে শারজাতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন গুরবাজ। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজ জয়েও আফগান এই ওপেনার পেয়েছেন সেঞ্চুরি। গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষেও সেঞ্চুরি হাকিয়ে সিরিজ জেতানোর নায়ক বনেছেন তারকা এই ব্যাটার।

ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব :

কি আছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্যে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারত যদি খেলতে না আসে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করা থেকে সরে আসতে পারে পাকিস্তান। এমনকি প্রতিযোগিতায় না খেলারও সিদ্ধান্ত নিতে পারে বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিদের ক্রিকেট বোর্ড।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে রাজি নয় তারা। আইসিসিও ভারতের ম্যাচগুলি কোনও নিরপেক্ষ দেশে আয়োজনের কথা ভাবছে। যা নিয়ে খুশি নয় পিসিবি। তাই পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি না খেলার হুমকি দিয়েছে। পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার পিসিবিকে নির্দেশ দিতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি না খেলার জন্য। পিসিবি সভাপতি মোহসিন নাকভি জানিয়েছেন, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হলে খেলবে না পাকিস্তান।

আইসিসি যদিও হাইব্রিড মডেলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে চাইছে। সেই সঙ্গে পাক ক্রিকেট বোর্ডকে আয়োজন করার পুরো খরচও দেবে তারা। বেশির ভাগ ম্যাচ যাতে পাকিস্তানে হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখার কথা বলেছে আইসিসি। কিন্তু পাকিস্তান তাতেও রাজি নয়।পাকিস্তান যদি হাইব্রিড মডেলে রাজি না হয় এবং ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি না হয়, তা হলে পুরো প্রতিযোগিতাই সরিয়ে দিতে পারে আইসিসি। সে ক্ষেত্রে কোনও নিরপেক্ষ দেশে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সেই প্রতিযোগিতা শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কোনও দলেরই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে আপত্তি থাকবে না বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে না পারলে খেলবে না বলে জানিয়েছে।

আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হওয়ার কথা। হাতে খুব বেশি সময় নেই। যদি দ্রুত কোনও রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া না যায়, তা হলে প্রতিযোগিতা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রতিযোগিতা বাতিল হলে তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য খুব বড় ধাক্কা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সমর্থকদের জন্যেও তা খুব আনন্দের হবে না।

১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসির চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব নেবেন জয় শাহ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের ক্ষেত্রে তিনি বড় ভূমিকা নিতে পারেন। জয় কী ভাবে দায়িত্ব নিয়েই এই সমস্যার সমাধান করেন, সে দিকে নজর থাকবে সকলের।

কোহলির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মাঠে যেমন, বাইরেও তেমন। বাইশ গজে বোলারদের মূর্তিমান আতঙ্ক বিরাট কোহলি বাইরেও গড়েছেন ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য। ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে দাঁড়ানো ভারতীয় কিংবদন্তি ইতোমধ্যে নিজেকে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিনিয়োগ ও স্টার্টআপে জড়িয়েছেন কোহলি। মুম্বাইভিত্তিক পরামর্শক সংস্থার (স্পোর্টিং বিয়ন্ড) সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি। কিং কোহলির রয়েছে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, যা নিজ শহর দিল্লিতে ২০১৭ সালে চালু করেন। যার নাম নুয়েভা বার অ্যান্ড ডাইনিং।

কোহলির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য ছড়িয়ে আছে বীমা, বিকল্প প্রোটিনজাতীয় খাবার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম স্টার্টআপ, ক্রীড়াসামগ্রীর ব্র্যান্ড, রেস্টুরেন্ট ও ব্যায়ামাগারে। এসবের বাইরে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফুটবল ক্লাব এফসি গোয়া, ই-ওয়ান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের মোটরস্পোর্ট দল ব্লু রাইজিং এবং বিশ্বখ্যাত কফি ব্র্যান্ড রেজ কফির মালিকানা কিনেছেন কোহলি। মোটরস্পোর্ট দলে টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল ও চেলসির সাবেক স্ট্রাইকার দিদিয়ের দ্রগবারও মালিকানা আছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোহলির সম্পদের মূল্য ১ হাজার কোটি রুপির (১৪২৪ কোটি টাকা) বেশি। পুমা, এমআরএফ, পেপসি, কোলগেট, অডি, তিসো, স্যামসোনাইট, ভালভোলিন, পিএনবির মতো কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানে পণ্যদূত, বাণিজ্যিক দূত অথবা শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করছেন তিনি।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR